রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ মাঘ ১৪১২/৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

এস, আর, ও নং ১৮-আইন/২০০৬।—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 8 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা অমসৃণ হীরা (Rough Diamond) আমদানী ও রফতানী (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অমসৃণ হীরা" অর্থ শুধুমাত্র চেরাই করা, কাটা বা ফালি করা হইয়াছে এমন হীরা এবং যাহা সংশ্লিষ্ট ৭১০২.১০, ৭১০২.২১ এবং ৭১০২.৩১ হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন এন্ড কোডিং সিস্টেমের আওতাভুক্ত ;

(খ) "আইন" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950);

(গ) "আমদানী" অর্থ বৈধভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে কোন পণ্য বা বস্তু আনয়ন করা বা করানো;

(ঘ) "উৎপাদক দেশ (country of origin)" অর্থ চালানকৃত অমসৃণ হীরা যেই দেশের খনি হইতে উৎপাদিত বা আহরিত হইয়াছে;

(ঙ) "রপ্তানীকারক দেশ (country of export)" অর্থ চালানকৃত অমসৃণ হীরা সর্বশেষ যে দেশ হইতে রপ্তানী করা হইয়াছে মর্মে আমদানী সংক্রান্ত দলিলে বা কাগজপত্রে উল্লেখ আছে ;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নিমিত্তে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি ৫ এর অধীন গঠিত কমিটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং বিধি ১১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে;

(ছ) "কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট" অর্থ জাল প্রতিরোধক এমন সুনির্দিষ্ট দলিল যাহা কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম অনুযায়ী অমসৃণ হীরা আদান-প্রদান সুষ্ঠুভাবে সনাক্ত করে;

(জ) "কমিটি" অর্থ অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানীর নিমিত্ত কিম্বারলী প্রসেস সনদ ইস্যু, যাচাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বিধি ৫ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(ঝ) "কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম" অর্থ অমসৃণ হীরা সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন স্কীম;

(ঞ) "চালান" অর্থ এক বা ততোধিক পার্সেলের বাস্তব আমদানী বা রপ্তানী;

(ট) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঠ) "পার্সেল" অর্থ একত্রে প্যাকেটে মোড়ানো এক বা ততোধিক হীরা;

(ড) "পার্টিসিপেন্ট বা অংশগ্রহণকারী" অর্থ তফসিল ২এ বর্ণিত যে দেশে বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংঘের কার্যক্রমে সার্টিফিকেশন স্কীম কার্যকর হইয়াছে;

(ঢ) "ফরম" অর্থ তফসিলে বর্ণিত আবেদনপত্রের ফরম;

(ণ) "বিরোধপূর্ণ হীরা" অর্থ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশন নং ৫৫/৫৬, ২৬৩/৫৬ এবং নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৪৫৯ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজ্যুলিশনে বর্ণিত বৈধ সরকারকে উৎখাত বা অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে ফেলার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হীরা;

(ত) "রপ্তানী" অর্থ বৈধভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমা হইতে কোন পণ্য বা বস্তু প্রেরণ করা বা বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া;

(থ) "রপ্তানী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে অংশগ্রহণকারীর ভূখন্ড হইতে অমসৃণ হীরা রপ্তানীর ক্ষেত্রে উক্ত অংশগ্রহণকারী কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যাহার কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট-এর বৈধতা প্রদানের ক্ষমতা রহিয়াছে;

(দ) "ট্রানজিট" অর্থ কোন অংশগ্রহণকারী দেশ বা অংশগ্রহণকারী নয় এমন দেশের ভূসীমার মধ্যে সাময়িকভাবে অবস্থান করিয়া বা না করিয়া বা কোন পরিবহণ পরিবর্তন করিয়া বা না করিয়া বা গুদামজাত করিয়া বা না করিয়া সেই অংশগ্রহণকারী দেশ বা অংশগ্রহণ করে না এমন দেশে কোন পণ্য বা বস্তু চালানের জন্য প্রেরণ করা;

(ধ) "সংমিশ্রিত উৎসের পার্সেল" অর্থ দুই বা ততোধিক উৎপাদক দেশের সংমিশ্রিত অমসৃণ হীরা সম্বলিত পার্সেল;

(ন) "সার্টিফিকেট" অর্থ কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট; এবং

(প) "হীরা" অর্থ সমমাপ পদ্ধতির বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ কার্বন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ, মোহস (Mohs) স্কেল অনুযায়ী যাহার দৃঢ়তা ১০, সুনির্দিষ্ট অভিকর্ষ ৩.৫২ এবং প্রতিসরণ সূচী ২.৪২।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রণীত অন্যান্য আদেশ বা বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইবে।

৪। **কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ব্যতীত অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানী নিষিদ্ধ।**—রপ্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন অমসৃণ হীরা বাংলাদেশে আমদানী বা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানী করা যাইবে না।

৫। **কমিটি, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক)	যুগ্ম-সচিব (অ বা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ)	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নহে)	সদস্য
(গ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন প্রতিনিধি (প্রথম সচিবের নিম্নে নহে)	সদস্য
(ঘ)	বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টরাস এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য

(২) উপ-বিধি(১) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে অমসৃণ হীরা এবং বিরোধপূর্ণ হীরা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সুষ্ঠু পরিবীক্ষণের নিমিত্ত সকলকে সহযোগিতা প্রদান;

(গ) অমসৃণ হীরা আমদানী রপ্তানীসহ এতদ্‌সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ডাটা বেজ গঠন; এবং

(ঘ) কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম এর ধারা ৫ অনুযায়ী আহবায়কের মাধ্যমে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে উক্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান।

(৩) উপ-বিধি(১) এর অধীন গঠিত কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানীর নিমিত্ত কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট অর্জনের আবেদনপত্রের বৈধতা নিরূপণ এবং উহার বিষয়বস্তু, মেয়াদ ও সত্যতা নির্ধারণ এবং সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ;

(খ) অমসৃণ হীরা আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারক কর্তৃক সংরক্ষিতব্য রেজিস্টার নির্ধারণ;

(গ) জাল প্রতিরোধক মোড়কে অমসৃণ হীরা আমদানী-রপ্তানী নিশ্চিত করা;

(ঘ) বাংলাদেশে কিম্বারলি প্রসেস সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তথ্য উপাত্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) কোন তৃতীয় পক্ষের বৈধ স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করিয়া কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য প্রদত্ত আবেদনপত্র হইতে বা কোন পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) বাংলাদেশে আমদানীকৃত অমসৃণ হীরার সাথে আগত সকল কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেটের মূলকপি ন্যূনতম পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমদানীকারক কর্তৃক সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

৬। **কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু।**—কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে তফসিলে বর্ণিত ফরম 'ক' অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে বৈধ কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফেকেট ইস্যু করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) যে অমসৃণ হীরার জন্য সার্টিফিকেটের অনুরোধ করা হইয়াছে উহা যে বৈধভাবে আমদানী করা হইয়াছে সে মর্মে রপ্তানীকারককে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে (আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত অমসৃণ হীরার সহিত অবশ্যই উৎপাদক দেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে);

(খ) অমসৃণ হীরা জাল প্রতিরোধক মোড়কে রপ্তানী করিতে হইবে;

(গ) অংশগ্রহণকারী (Participant) ব্যতীত অন্য কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠান হইতে অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানী করা যাইবে না;

(ঘ) রপ্তানীকারককে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হইবে যে, কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেটে প্রদত্ত সকল তথ্য তাহার জানামতে সত্য; এবং

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি, যদি থাকে, প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালিত না হইলে কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) আবেদন নামঞ্জুরের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করিলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করিতে পারিবে।

৭। **কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ হইবে ৬০ (ষাট) দিন।

৮। **সার্টিফিকেশন ফি।**—কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সার্টিফিকেশন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। **আমদানীকারক বা রপ্তানীকারকের যোগ্যতা।**—কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানী করিতে পারিবে না, যদি না—

(ক) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অধীন নিবন্ধিত হয়;

(খ) বিনিয়োগ বোর্ড-এর অধীন নিবন্ধিত হয়;

(গ) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র তালিকাভুক্ত হয়;

(ঘ) বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়; এবং

(ঙ) মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় মূসক নিবন্ধন ও আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় ট্যাক্স পেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টি আই এন) সনদপত্র গ্রহণ করে।

১০। অমসৃণ হীরা আমদানী সংক্রান্ত বিধান।—(১) নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালিত না হইলে বাংলাদেশে অমসৃণ হীরা আমদানী করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) অমসৃণ হীরার সহিত কোন অংশগ্রহণকারীর রপ্তানী কর্তৃপক্ষের বৈধ সনদ থাকিতে হইবে;

(খ) অমসৃণ হীরা অবশ্যই জাল প্রতিরোধক মোড়কে থাকিতে হইবে এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সীলগালা অংশগ্রহণকারী কর্তৃক কোন অবস্থাতেই ভাঙ্গা যাইবে না;

(গ) সার্টিফিকেট দ্বারা চালানের পরিচিতি যেন সুস্পষ্ট বোঝা যায় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) মোড়ক এবং অন্যান্য সনদসমূহ যতশীঘ্র সম্ভব কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) অমসৃণ হীরার সুষ্ঠু চলাচল এবং মূল্যের জন্য আমদানীকারক দায়ী থাকিবেন।

(৪) মোড়কের ভিতরে রক্ষিত বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের মিল আছে কিনা উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মোড়ক উম্মোচন করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ বিলম্ব না করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে উপ-বিধি (১) এর শর্তসমূহ—

(ক) প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহা হইলে মূল সার্টিফিকেটে উহা সুনিশ্চিত করিবে এবং আমদানীকারককে উহার একটি জাল প্রতিরোধক কপি প্রদান করিবে; এবং সার্টিফিকেট দাখিলের ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সুনিশ্চিতকরণ পদ্ধতি সম্পন্ন হইতে হইবে;

(খ) প্রতিপালিত হয় নাই,তাহা হইলে চালান স্থগিত থাকিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, শর্তসমূহ প্রতিপালন না হওয়া অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিপালন করা সম্ভব হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শর্তসমূহ প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চালান ছাড় করিয়া উহা সুনিশ্চিত করিবে।

১১। অমসৃণ হীরা আমদানী-রপ্তানীর পদ্ধতি।—(১) অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানীর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সুনির্দিষ্ট আগমন পথ (points of entry) এবং বহির্গমন (Points of exit) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত পথ ব্যতীত অন্য কোনভাবে অমসৃণ হীরা আমদানী বা রপ্তানী করা হইলে বৈধ দলিলাদি থাকা সত্ত্বেও উক্ত আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত অমসৃণ হীরা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির অধীন বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) জাল প্রতিরোধক মোড়কে অমসৃণ হীরা আমদানী রপ্তানী করিতে হইবে। খোলা অবস্থায় কোন অমসৃণ হীরা গৃহীত হইবে না, বরং উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অমসৃণ হীরা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির অধীন বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৪) আমদানী বা রপ্তানীর ক্ষেত্রে অমসৃণ হীরার প্রত্যেক চালানের সহিত কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে, অন্যথায় কর্তৃপক্ষ উক্ত চালান সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির অধীন বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা প্রয়োজনবোধে অমসৃণ হীরা আমদানী-রপ্তানীর বিষয়ে শুল্ক সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১২। **কম্পিউটার ডাটাবেজ গঠন ও রেকর্ড সংরক্ষণ।**—(১) অমসৃণ হীরা আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি কম্পিউটার ডাটাবেজ থাকিবে। উক্ত ডাটাবেজে প্রধানতঃ কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারক সম্পর্কিত সকল তথ্য ;

(খ) আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারকদের শাস্তি, জরিমানা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য;

(গ) কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ, নবায়নের তারিখ, সার্টিফিকেটে উল্লিখিত সকল তথ্যাদি;

(ঘ) অমসৃণ হীরার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) বিশ্বব্যাপী অমসৃণ হীরা ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের তালিকাসহ সকল তথ্য;

(চ) অমসৃণ হীরা আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান;

(ছ) অমসৃণ হীরা লেনদেন সংক্রান্ত সকল আর্থিক হিসাবের তথ্য; এবং

(জ) কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেটের নমুনা ফরম।

(২) অমসৃণ হীরা ব্যবসার সহিত জড়িত সকল আমাদনীকারক ও রপ্তানীকারকগণ তাহাদের নিজেদের নাম ঠিকানাসহ গ্রাহকদের নাম, লাইসেন্স নম্বর, আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত অথবা ক্রীত বা বিক্রিত হীরার ওজন, মূল্য ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি ও কাগজাদি বছরওয়ারী সংরক্ষণ করিবে এবং বাৎসরিক হিসাবসহ সকল লেনদেনের একটি প্রতিবেদন প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

১৩। **ইংরেজী অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই বিধিমালার অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

তফসিল-১
ফরম-"ক"
(প্রথম অংশ)

অমসৃণ হীরা আমদানীর উদ্দেশ্যে কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদনপত্র
(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আবেদনপত্র

প্রেরক ঃ

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

প্রাপক ঃ

বরাবর,

কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট (আমদানী/রপ্তানী) ইস্যু কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)
............................ঢাকা।

মহোদয়,

বাংলাদেশে অমসৃণ হীরা আমদানীর উদ্দেশ্যে কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হইল, যথা ঃ—

শহর ও দেশের নাম/যে শহর ও দেশ হইতে অমসৃণ হীরা আমদানী করা হইয়াছে উহার নাম	ঃ
আমদানীকারকের নাম ও ঠিকানা	ঃ
বিল অব এন্ট্রির নম্বর ও তারিখ (কপি সংযুক্ত)	ঃ
এইচ, এস, কোড নম্বর	ঃ
পার্সেলের নম্বর	ঃ
ক্যারেটের ওজন ও পরিমাণ/ম্যাস(mass)/মোহস (mohs)	ঃ
মার্কিন ডলার অনুসারে আমদনীতব্য পণ্যের (অমসৃণ হীরা) মূল্যমান	ঃ
উৎপাদক দেশের (country of origin) নাম	ঃ

ঘোষণা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যে সকল হীরা ইনভয়েসের মাধ্যমে আমদানী করা হইবে সেইগুলি বৈধভাবে ও বৈধ উৎস হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং হীরাগুলি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলিউশন অনুসারে বৈধ সরকারকে উৎখাত বা অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে ফেলিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবহৃত বিরোধপূর্ণ হীরা নয়। আমি (ক্রেতা) এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক আরো নিশ্চিয়তা প্রদান করিতেছি যে, আমার বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত জানামতে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত কাগজপত্র অনুসারে এই হীরাগুলি বিরোধপূর্ণ হীরা নয়।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
সীল ঃ

সংযুক্তি ঃ—

(ক) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অধীন নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি;
(খ) বিনিয়োগ বোর্ড-এর অধীন নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি;
(গ) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র তালিকাভুক্তির সত্যায়িত অনুলিপি;
(ঘ) বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি;
(ঙ) মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় মূসক নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি ও আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় ট্যাক্স পেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) এর সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করে;
(চ) কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেটের পরিচ্ছন্ন কপি;
(ছ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ইনভয়েসের কপি; এবং
(জ) বিমানে অমসৃণ হীরা আমদানী বিলের কপি।

ফরম- "ক"

(দ্বিতীয় অংশ)

বাংলাদেশ হইতে অমসৃণ হীরা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদনপত্র

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আবেদনপত্র

প্রেরক ঃ

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

প্রাপক ঃ

বরাবর,

কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট (আমদানী/রপ্তানী) ইস্যু কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো), ...ঢাকা।

মহোদয়,

বাংলাদেশ হইতে অমসৃণ হীরা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হইল, যথা ঃ—

শহর ও দেশের নাম/যে শহর ও দেশ হইতে অমসৃণ হীরা রপ্তানী করা হইবে সেদেশের নাম	ঃ
রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা	ঃ
ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ (কপি সংযুক্ত)	ঃ
এইচ, এস, কোড নম্বর	ঃ
পার্সেলের নম্বর	ঃ
ক্যারেটের ওজন ও পরিমাণ/ম্যাস(mass)/মোহস (mohs)	ঃ
মার্কিন ডলার অনুসারে রপ্তানীতব্য পণ্যের (অমসৃণ হীরা) মূল্যমান	ঃ
উৎপাদক দেশের (country of origin) নাম	ঃ

ঘোষণা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যে সকল হীরা ইনভয়েসের মাধ্যমে রপ্তানী করা হইবে সেইগুলি বৈধভাবে ও বৈধ উৎস হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং হীরাগুলি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলিউশন অনুসারে বৈধ সরকারকে উৎখাত বা অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে ফেলিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবহৃত বিরোধপূর্ণ হীরা নয়। আমি (বিক্রেতা) এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক আরো নিশ্চিয়তা প্রদান করিতেছি যে, আমার বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত জানা মতে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত কাগজপত্র অনুসারে এই হীরাগুলি বিরোধপূর্ণ হীরা নয়।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
সীল ঃ

সংযুক্তি ঃ—

(ক) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অধীন নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বিনিয়োগ বোর্ড-এর অধীন নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র তালিকাভুক্তির সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঘ) বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঙ) মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় মূসক নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি ও আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় ট্যাক্স পেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) এর সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করে;

(চ) কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেটের পরিচ্ছন্ন কপি; এবং

(ছ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ইনভয়েসের কপি;

তফসিল-১

ফরম "খ"

(প্রথম অংশ)

অমসৃন হীরা আমদানীর উদ্দেশ্যে প্রদেয় কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু কর্তৃপক্ষ

(বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত/রেজিস্ট্রিকৃত)

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট

সার্টিফিকেট নং .... । তারিখঃ .... ।

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম এর অমসৃণ হীরা সংক্রান্ত বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত অমসৃণ হীরা পরিবহণ (আমদানী) (Shipment) করা হইয়াছে, যথা ঃ—

রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা	ঃ
আমদানীকারকের নাম ও ঠিকানা	ঃ
এইচ, এস কোড নম্বর	ঃ
ক্যারেটের ওজন/পরিমাণ	ঃ
মার্কিন ডলার অনুসারে রপ্তানীকৃত পণ্যের/হীরার মূল্যমান	ঃ
পার্সেলের	ঃ
ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ	ঃ
উৎপাদক দেশের (Country of origin) নাম	ঃ
ইস্যুর তারিখ	ঃ
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ঃ
আই, এন, নং	ঃ

২। এই সার্টিফিকেটের বৈধতা ....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু কর্তৃপক্ষ
(বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)
এর পক্ষে

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নামঃ
ঠিকানা ঃ
সীল ঃ

ফরম "খ"

(দ্বিতীয় অংশ)

অমসৃণ হীরা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে প্রদেয় কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু কর্তৃপক্ষ

(বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত/রেজিস্ট্রিকৃত)

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট

সার্টিফিকেট নং .... । তারিখ ঃ .... ।

এতদ্দ্বারা সত্যতা যাচাইপূর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত অমসৃণ হীরা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে .... দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে এবং উক্ত আমদানীকৃত অমসৃণ হীরা কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম এবং বিধান অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইয়াছে, যথা ঃ—

রপ্তানীতব্য অমসৃণ হীরার ক্যারেটের ওজন/পরিমাণ	ঃ
মার্কিন ডলার অনুসারে আমদানীতব্য পণ্যের (রপ্তানীতব্য অমসৃণ হীরার) মূল্যমান	ঃ
ইনভয়েসের নম্বর	ঃ
ইনভয়েস তারিখ	ঃ

২। এই সার্টিফিকেটের বৈধতা .... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যু কর্তৃপক্ষ
(বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)
এর পক্ষে

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

সীল ঃ

তফসিল ২

(বিধি ২ (ড) দ্রষ্টব্য)

কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিমের আওতাভুক্ত অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকা

ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	আলজেরিয়া
(২)	এ্যাংগোলা
(৩)	আরমেনিয়া
(৪)	অষ্ট্রেলিয়া
(৫)	বেলেরুশ
(৬)	বটসোয়ানা
(৭)	ব্রাজিল
(৮)	বারকিনা ফাসো
(৯)	কানাডা
(১০)	কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
(১১)	চীন
(১২)	সাইপ্রাস
(১৩)	চেক প্রজাতন্ত্র
(১৪)	ডেমোক্রেটিক রিপালিক অব কঙ্গো
(১৫)	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
(১৬)	গ্যাবন
(১৭)	ঘানা
(১৮)	গিনি
(১৯)	গায়েনা
(২০)	হাঙ্গেরী
(২১)	ইন্ডিয়া
(২২)	ইসরাইল
(২৩)	আইভরি কোষ্ট
(২৪)	জাপান
(২৫)	লাওস
(২৬)	লেবানন
(২৭)	লেসোথো
(২৮)	মালয়েশিয়া
(২৯)	মাল্টা

ক্রমিক নং	দেশের নাম
(৩০)	মৌরিটাস
(৩১)	মেক্সিকো
(৩২)	নামিবিয়া
(৩৩)	উত্তর কোরিয়া
(৩৪)	নরওয়ে
(৩৫)	ফিলিপাইন
(৩৬)	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
(৩৭)	রাশিয়া
(৩৮)	সিয়েরা লিওন
(৩৯)	দক্ষিণ আফ্রিকা
(৪০)	দক্ষিণ কোরিয়া
(৪১)	সুইজারল্যান্ড
(৪২)	তানজানিয়া
(৪৩)	থাইল্যান্ড
(৪৪)	তাইওয়ান, পেনগু, কিনসম্যান ও মাট সুর পৃথক শুল্ক এলাকা
(৪৫)	টোগো
(৪৬)	ইউক্রেন
(৪৭)	সংযুক্ত আরব আমিরাত
(৪৮)	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
(৪৯)	ভেনিজুয়েলা
(৫০)	ভিয়েতনাম
(৫১)	জিম্বাবুয়ে

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুরজাহান বেগম
উপ-সচিব(রপ্তানী-১)।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।